



20267 - একজন নও মুসলমি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে চান

প্রশ্ন

আমার প্রশ্নে অনেকেগুলো বিষয় থাকবে। আমি সদ্য ইসলামে প্রবেশে করছি; এই কছিদিন হল মাত্র। প্রথম দিকে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী সবগুলো নামায আদায় করতাম (আমি আরবী জানি না)। এক লোক আমাকে বলল যে, আরবীতে কথা বলতে পারা আমার উপর আবশ্যিক....। শেষে আমি নামায পড়া ছেড়ে দিলাম...। আমি প্রতিদিন আমার প্রভুকে নিয়ে কয়েকের চিন্তা করি...। ইসলামের বিধিবিধানগুলো মনে চলি...। কিন্তু আমি কিছু বিষয় ছেড়ে দিতে পারছি না; যোগের ব্যাপারে আমি জানি যে, এগুলো ভুল...। আল্লাহ আমাকে হদায়তে দায়ের পর থেকে আমি আমার জীবনকে অনেকেটুকু পরিবর্তন করতে পরেছি। বিগত দীর্ঘ বছরগুলোর তুলনায় এখন আমার অবস্থা ভাল। আমি প্রতিদিন মদ পান করতাম; মদে তলানটুকুসহ। এখন আমি মদ পান করি না বললই চলি। আমি আমার সকল অর্থ দিয়ে জুয়া খেলতাম। এখন বলতে গেলে খেলা একবোর ছেড়ে দিয়েছি। যখনই আমি এ ভুলগুলো করি তখনই আমি অনুভব করি যে, আমি ভুল করছি এবং আমি আমার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই না। আমি অনুভব করি যে, আল্লাহ আমাকে এমন কিছু পদ্ধতিতে হদায়তে দবিনে যা আমি জানি না...। আমি পাপ অনুভব করি না; কিন্তু আমি অনুভব করি যে, কনে আমি এটা করছি...। আমি যাদের সাথে চাকুরী করি এমন কিছু মুসলমিকে অনুরোধ করছি তারা যেন সহি পদ্ধতিতে নামায পড়াটা আমাকে শিখিয়ে দেয়; এমন কি ইন্টারনেটে এক ব্যক্তির সাথে পরিচিতি হয়েছে। তাকেও অনুরোধ করছি এবং অন্যান্য কিছু বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করছি...। কিন্তু, আমি যহেতে অস্ট্রেলিয়ান; ফলে তারা মনে করে যে, আমি আমার ইসলাম গ্রহণে আন্তরিক নই। তাই তারা দ্যোদল্যমান। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি ভাল মানুষ নই...। কিন্তু, আমি পূর্বে যে অবস্থায় ছিলাম এর চেয়ে অনেকে ভাল। আমি জানি যে, আমি আল্লাহর সাহায্যে ও তাঁর হদায়তে সফল হব। আমার সামনে এখনও অনেকে কিছু শখো বাকী। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে পরামর্শ দিন। আমার কি এককভাবে চেষ্টা চালানো আবশ্যিক; নাকি অপর মুসলমানদের কাছে সাহায্য চাইব; যদিও মনে হয় তারা আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছে না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রারম্ভে ও শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সকল কৃতজ্ঞতা সর্বদা তাঁরই জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হদায়তে দিয়ে অনুগ্রহ করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে সুখি করে অনুকম্পা করেন। তিনিই তাঁর বান্দাকে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেন। কয়ামত পর্যন্ত তিনিই তাঁর ওলি বা মতিদেরকে সাহায্য করে যাবেন।



প্রিয় মুসলিমি ভাই,

হৃদয়েতে নয়োমত প্রাপ্তির জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনাকে মৃত্যু পর্যন্ত অটল-অবচল রাখেন।

আপনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে, যে ভ্রষ্টতার উপর আপনি বেড়ে উঠেছেন সটোকে ত্যাগ করে, এবং যে শরিক থেকে আপনাকে বারণ করা হয়েছে সটো পরিত্যাগ করে মহা এক অর্জন কামাই করতে পেরেছেন। সুতরাং মুসলমানদের একজন নতুন ভাই হিসেবে আপনাকে স্বাগতম। এ ওয়েবসাইটে একজন সম্মানিত ভিজিটর হিসেবেও আপনাকে শুভেচ্ছা।

প্রথমত আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মানুষ এই দুনিয়া কঠিন পরীক্ষা ও বলাই এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, অবচলতা ও মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্প। “হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রভুর কাছে পৌঁছাতে অনেকে কষ্ট করতে হবে, তারপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।”[সূরা আল-ইনশাক্বাক, আয়াত: ৬]

আল্লাহ যা কিছু দিয়ে তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন এর মধ্যে রয়েছে তিনি যে আমলগুলো বান্দাদের উপর ফরয করছেন কথিবা ওয়াজবি করছেন সেগুলো; যমেন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত এবং যা কিছু থেকে তিনি নিষিদ্ধ করছেন সেগুলো; যমেন- মথিযা বলা, জালিয়াত করা, ব্যভাচার করা, সমকামতি ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কর্মগুলো। যেন তিনি দেখে নতি পান যে, কে সেই সত্যবাদী মুমনি যে আল্লাহর নরিদশে বাস্তবায়ন করে; ফলে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর কে সেই মথিযাবাদী মুনাফকি যে আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করে; ফলে তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

সুতরাং আল্লাহ যা কিছু পালন করার নরিদশে দিয়েছেন সেগুলো জানতে সচেষ্ট হোন; যাতে করে সেগুলো পালন করতে পারেন এবং আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করছেন সেগুলো জানতে সচেষ্ট হোন; যাতে করে সেগুলো বর্জন করতে পারেন।

আল্লাহর নরিদশোবলী অনেকে এবং নিষিধোবলীও অনুরূপ। আদর্শে ও নিষিধেগুলো একই স্থানে গুণে গুণে উল্লেখ করা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে ইসলামের সুমহান অনুশাসন সম্পর্কিত যে প্রশ্নোত্তরগুলোও রয়েছে আমরা আপনাকে সেগুলোর রফোরেন্স দিচ্ছি। আশা করি আপনি ব্রাউজ করে সেগুলো পড়বেন। এবং এও আশা করছি যে, আল্লাহ এর দ্বারা আপনাকে উপকৃত করবেন।

পক্ষান্তরে, আপনি প্রশ্নে যে বিষয়টি উল্লেখ করছেন যে, আপনার উপর আরবী শেখা কি ওয়াজবি; এ কথা ঠিক। কিন্তু গটো ভাষার সবকিছু নয়। বরং আপনার উপর ততটুকু শেখা আবশ্যিক যতটুকু আপনার দ্বীন পালনের জন্য প্রয়োজন। দেখুন 6524 নং প্রশ্নোত্তর। আপনি আরবী ভাষা না জানার কারণে নামায ত্যাগ করার কোন সুযোগ নাই। কনেনা নামাযের জন্য আপনার যতটুকু প্রয়োজন সটো অতি সামান্য সময়ে আপনি শিখি নতি পাবেন। আপনি শিখিতে যতটুকু সময় লাগে ততদিন



পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত নামায আদায় করা আপনার উপর আবশ্যিক এবং আপনি আপনার সাধ্যানুযায়ী নামায পড়বেন। “আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যরে বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না।”

অবশেষে প্রিয় ভাই, আমরা আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি- আপনি আপনার দেশের কোন একটা ইসলামী সেন্টার খুঁজে নিন। দ্বীন মনে চলে এমন মুসলিমদের সাথে উঠাবসা করবেন। নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটগুলো অনুসরণ করবেন। সাধ্যানুযায়ী এসব ওয়েবসাইট থেকে উপকৃত হতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপভাবে আমরাও আপনার সেবা করতে ও আপনার মত অন্য যারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্বীন বিষয় জানতে আগ্রহী তাদের সেবা করতে পরে খুশি। আমরা অচিরেই আপনার জন্য দকি-নির্দেশনা পাঠাব। অতএব, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। আল্লাহ্ আপনাকে হফেযতে রাখুন, তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখুন।  
সালাম।